SANSKRITI PARICHAY

লালন নামে মানুষটি

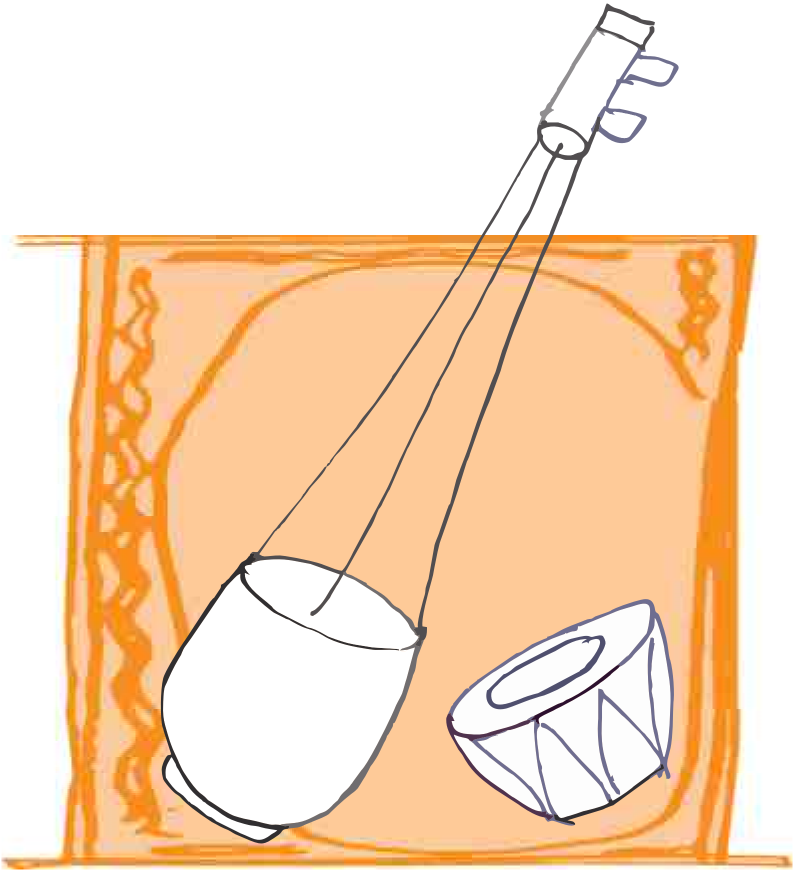

লালন নামে মানুষটি

সংস্কৃতি পরিচয় ৪

SANSKRITI PARICHAY

কাহিনি ও চিত্রনাট্য : বিপ্লব চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সঞ্জয় বোস

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

উদ্যোগ ও রূপায়ণ : বাংলানাটক ডট কম

প্রথম সংস্করণ : ২০১৯

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রিয়দর্শী সেন তাঁর নাতনি রাণু আর নাতি রিদয়কে নিয়ে গোরভাঙ্গায় বাউল ফকির উৎসবে এসেছেন।

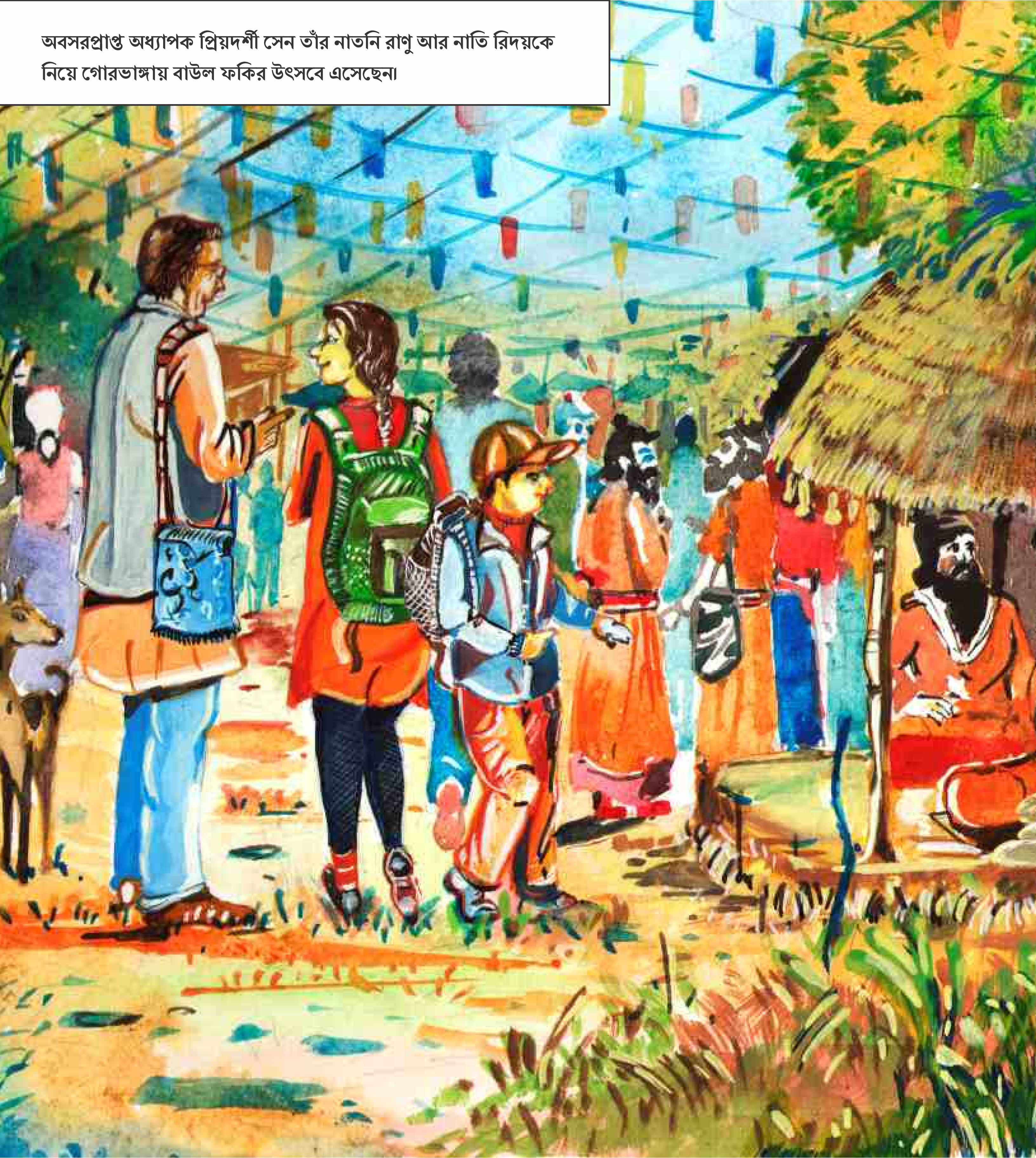

বাউল ফকিরদের নানারকম চেহারা, সাজপোশাক দেখে প্রথমেই মুগ্ধ হয়ে যায় দুই ভাইবোন। তারপর আখড়ায় আখড়ায় ঘুরে এবং মূল মঞ্চের অনুষ্ঠানে গান বাজনা শুনে, নাচের ভঙ্গিমা দেখে ওদের বেশি করে ভালো লেগে যায় এই উৎসব।

আমরা কি এখানেই থাকব ?
হ্যাঁ
দাদুন তাঁবু

আকাশটা ভালো করে দ্যাখো.... এরকম ঝকঝকে আকাশ কলকাতায় দেখতে পাবে না ....
তারা ভরা রাতের আকাশ....
দাদুন জানো, আমি না গানগুলোর কথা কিছুই বুঝতে পারিনি।
আমিও পারিনিরে দিদিভাই।

আমি নাইনে পড়ি, তাও বুঝতে পারিনি, আর তুই ক্লাস ফাইভে পড়ে বুঝতে পারবি ?
রিদয় রেগে গিয়ে দিদিকে ভেংচি দেয়

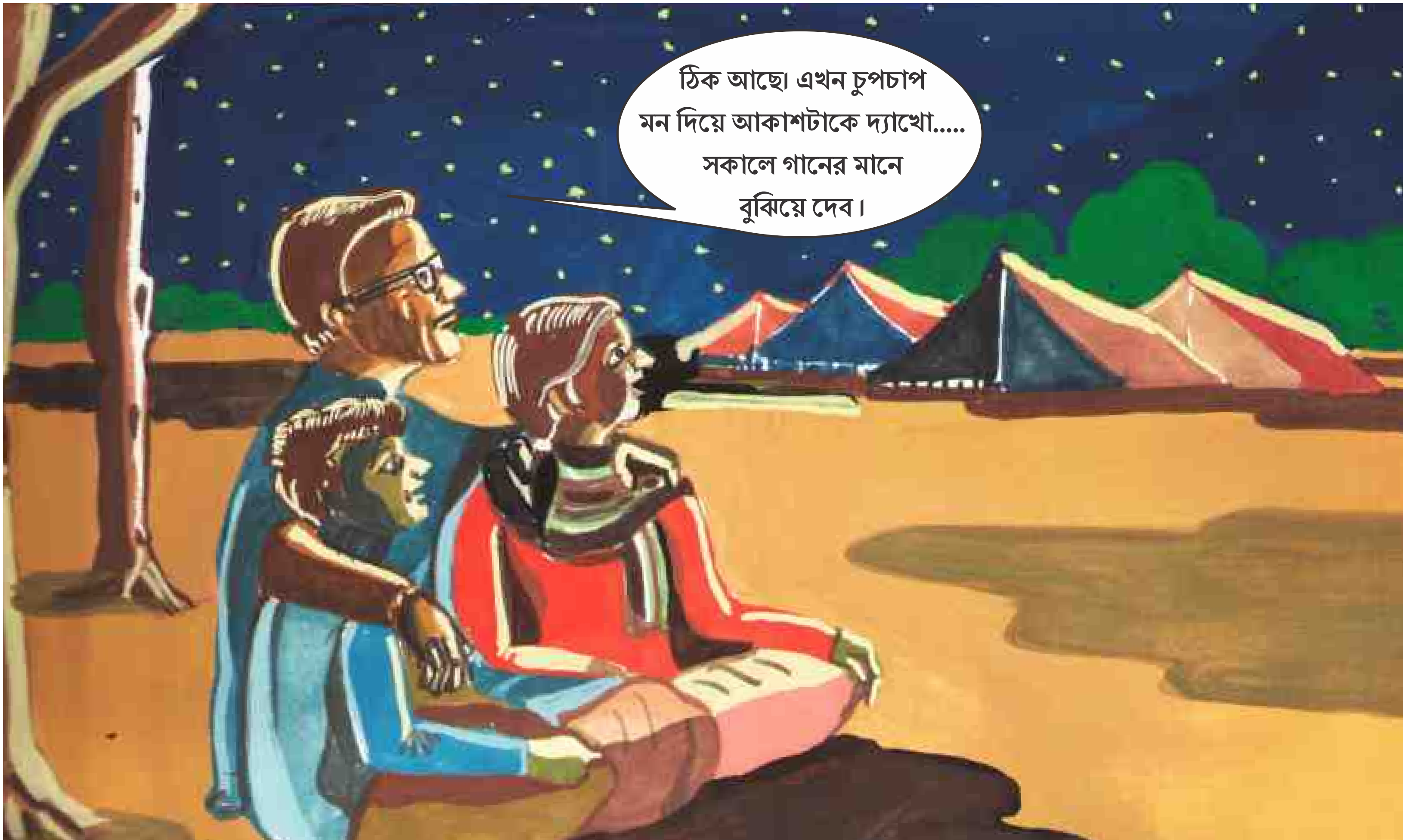
ঠিক আছে। এখন চুপচাপ মন দিয়ে আকাশটাকে দ্যাখো..... সকালে গানের মানে বুঝিয়ে দেব।

ভোর-ভোর ঘুম থেকে উঠে গ্রামের মেঠো পথ ধরে হাঁটতে বেরোয় ওরা তিনজন।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা বট গাছের নীচে ঘাসের ওপর বসে পড়ে।

গানের মানের ব্যাপারটা এবার বুঝিয়ে বলো তো।

কাল রাতের আকাশটা মনে আছে তো ?
হ্যাঁ
কত কত তারা আকাশে ছিল.... একশো দুশো হাজার লক্ষ...

আমি যেমন তোদের দাদুন, দিদুন যেমন তোদের দিদুন, তেমনি আমারও ছিল দিদিমা। ছোটো থেকে আমি তাঁর কাছে মানুষ। রোজ রাতে কোলে বসিয়ে আমাকে আকাশ দেখাতেন দিদিমা। আর আমি রোজই বায়না করতাম, আমাকে অনেক অনেক তারা পেড়ে দাও, খেলা করব আমি।
তুমি ছিলে বোকা ছেলে, তারা কি পাড়া যায় ?

তখন দুর্গাপুজোর আর বেশিদিন বাকি নেই। হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় দিদিমা আমাকে ডেকে তুললেন।
দাদুভাই শিগগিরি ওঠো। দ্যাখো তোমার জন্য কত তারা পেড়ে এনেছি।
চোখ রগড়াতে রগড়াতে বারান্দায় এসে দেখি একটা নীল রঙের কাপড়ের ওপর অনেক শিউলি ফুল একটু করে ফাঁক রেখে সাজানো। তারা ভরা রাতের আকাশটাকে যেন মাটিতে নামিয়ে এনেছেন দিদিমা।
আনন্দে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরলাম। ছিল শিউলি ফুল, হয়ে গেল আকাশের তারা, কীরকম মজার খেলা তাই না ?

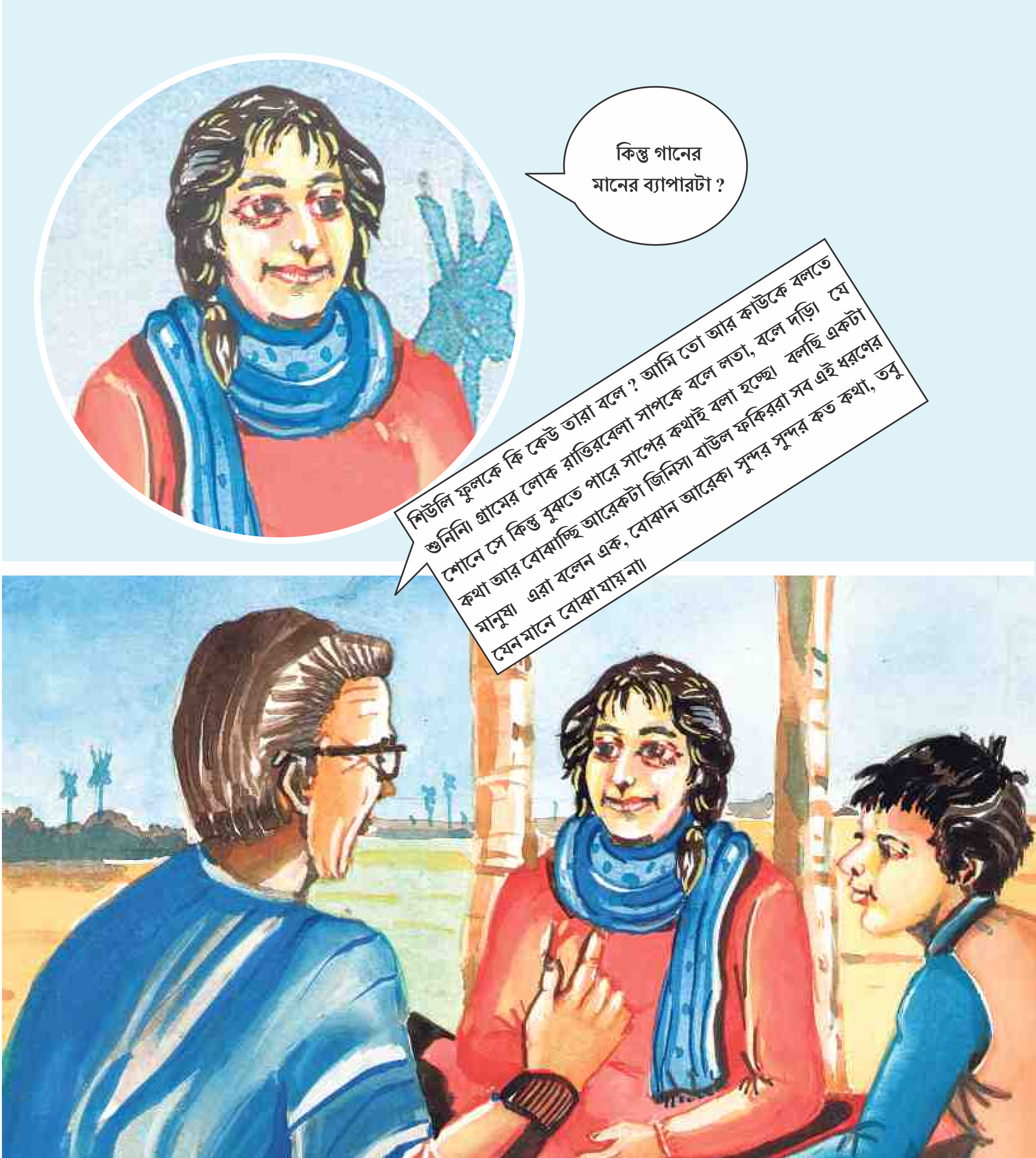
কিন্তু গানের মানের ব্যাপারটা ?
শিউলি ফুলকে কি কেউ তারা বলে ? আমি তো আর কাউকে বলতে শুনিনি। গ্রামের লোক রাত্তিরবেলা সাপকে বলে লতা, বলে দড়ি। যে শোনে সে কিন্তু বুঝতে পারে সাপের কথাই বলা হচ্ছে। বলছি একটা কথা আর বোঝাচ্ছি আরেকটা জিনিস। বাউল ফকিররা সব এই ধরণের মানুষ। এরা বলেন এক, বোঝান আরেক। সুন্দর সুন্দর কত কথা, তবু যেন মানে বোঝা যায় না।

একটা গানের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
যেমন ধরো এই গানটা,
“আমার এ ঘর খানায় কে বিরাজ করে / জনম ভরে একদিন দেখলাম নারে।”
এটা কীরকম কথা হল ?
বুঝতেই পারছি না।

বাউল বলবে এটা আমার
দিদিমার শিউলি ফুল
আর তারার মতোই ব্যাপার।
আমার কি সত্যি
সত্যিই তারার মেলা
বলে মনে হয়নি ?
এই গানের ঘর হল
তোমার দেহ। আর যাকে দেখা
যায় না, চেনা যায় না সে হল
তোমার মন। মনটা তো দেহের
ভেতরেই থাকে, তুমি তাকে দেখতে
পাও না, চেনো না।
তুমি বুঝিয়ে না
দিলে বুঝতেই
পারতাম না।
বাউল গানের ব্যাপারটাই এরকম।
বাউলরা সবাই হেঁয়ালি ভরা উদাস
মনের মানুষ। আজব জগতের বাসিন্দা
তারা। এই যে বাউল ফকির এঁদের
মধ্যে অন্যতম হলেন লালন সাঁই বা
ফকির। এই যে গানের দুটো কলি
শোনালাম এটা তাঁরই গান।

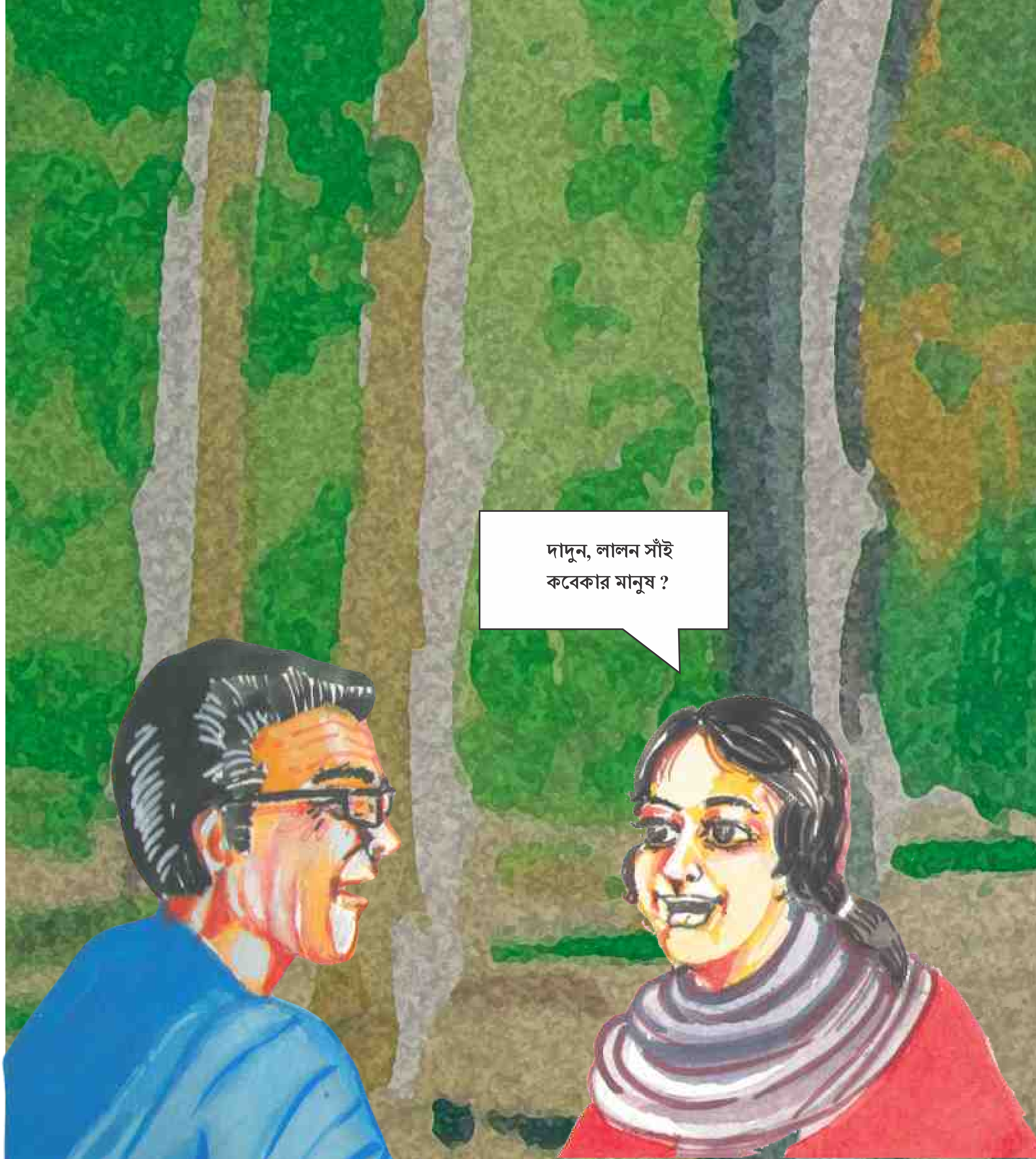
দাদুন, লালন সাঁই
কবেকার মানুষ ?

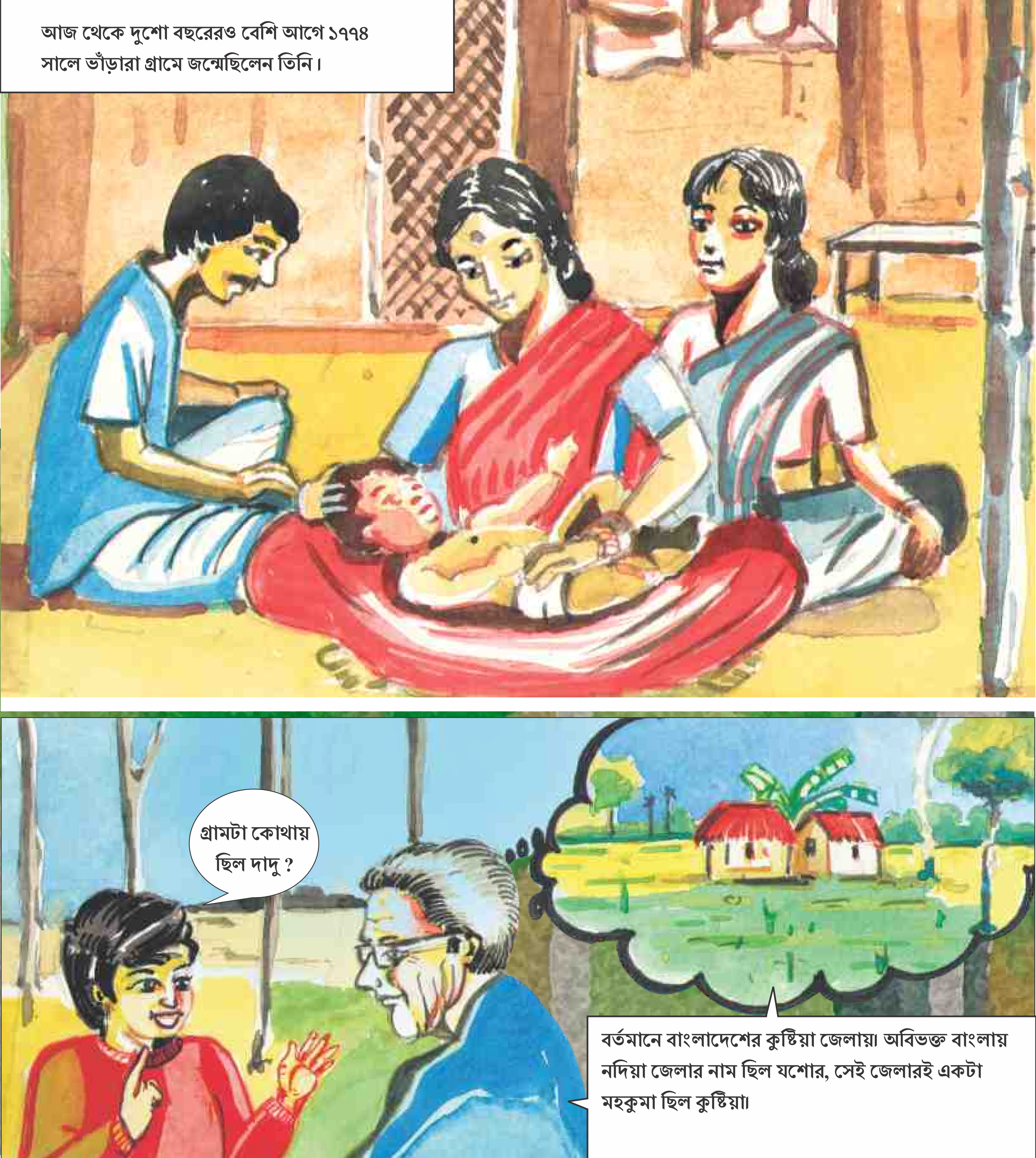
আজ থেকে দুশো বছরেরও বেশি আগে ১৭৭৪ সালে ভাঁড়ারা গ্রামে জন্মেছিলেন তিনি।
গ্রামটা কোথায় ছিল দাদু ?
বর্তমানে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায়। অবিভক্ত বাংলায় নদিয়া জেলার নাম ছিল যশোর, সেই জেলারই একটা মহকুমা ছিল কুষ্টিয়া।

ওনার জীবনের কথা বলো আমাদের।
প্রিয়দর্শীবাবু বলে চলেন :
লালনের গানে আছে—
সবে বলে লালন ফকির
হিন্দু কি যবন / লালন বলে
আমার আমি না জানি সন্ধান।
বাবা মাধব কর এবং মা পদ্মাবতীর একমাত্র সন্তান ছিলেন লালন। অনেকে বলে, লালনের আসল নাম ছিল ললিতনারায়ণ। তবে এটা নিয়ে আমাদের বেশি ভাবার দরকার নেই।
আসলে বাউল-ফকিরদের কাছে মানুষই হল শেষ কথা। তাঁদের মতে, মনুষ্যত্বই মানুষের পরিচয়। তাইতো বলি, উনি যখন নিজের নাম নিয়ে মাথা ঘামাননি, ধর্ম বা জাত নিয়েও নয়। তাহলে আমরা কেন এসব নিয়ে ভাবব।
কেন ?
ঠিকই তো। তারপর কি হল দাদুন ?

ছোটোবেলাতেই বাবা-মাকে হারিয়ে অনাথ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।
তারপর একটু বড়ো হয়েই বিয়ে হয়ে যায় তাঁর। স্ত্রীর নাম ছিল বিশাখা।
এই স্ত্রী পরে অবশ্য মারা যান।
কিন্তু তাঁর আগে এমন একটা ঘটনা ঘটে যায় যা তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণ পালটে দেয়।

ভাঁড়ারা গ্রামের একদল লোক নবদ্বীপে শ্রী মহাপ্রভুর জন্মস্থানে তীর্থ করার জন্য যাচ্ছিলেন। লালনও ছিলেন সেই দলে। তখনকার দিনে তো ট্রেন বাস ছিল না , তাই হেঁটেই যাচ্ছিলেন তাঁরা। পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন লালন। অসুখটা ছোঁয়াচে। তাই সিউড়িয়া গ্রামে একটা নদীর তীরে তাঁকে ফেলে রেখে সবাই গেলেন পালিয়ে।

এদিকে তীর্থযাত্রীরা ফিরে এসে বলেছিলেন
ললিত বসন্ত রোগে মারা গিয়েছে
সে কি ! কি বলছেন ?

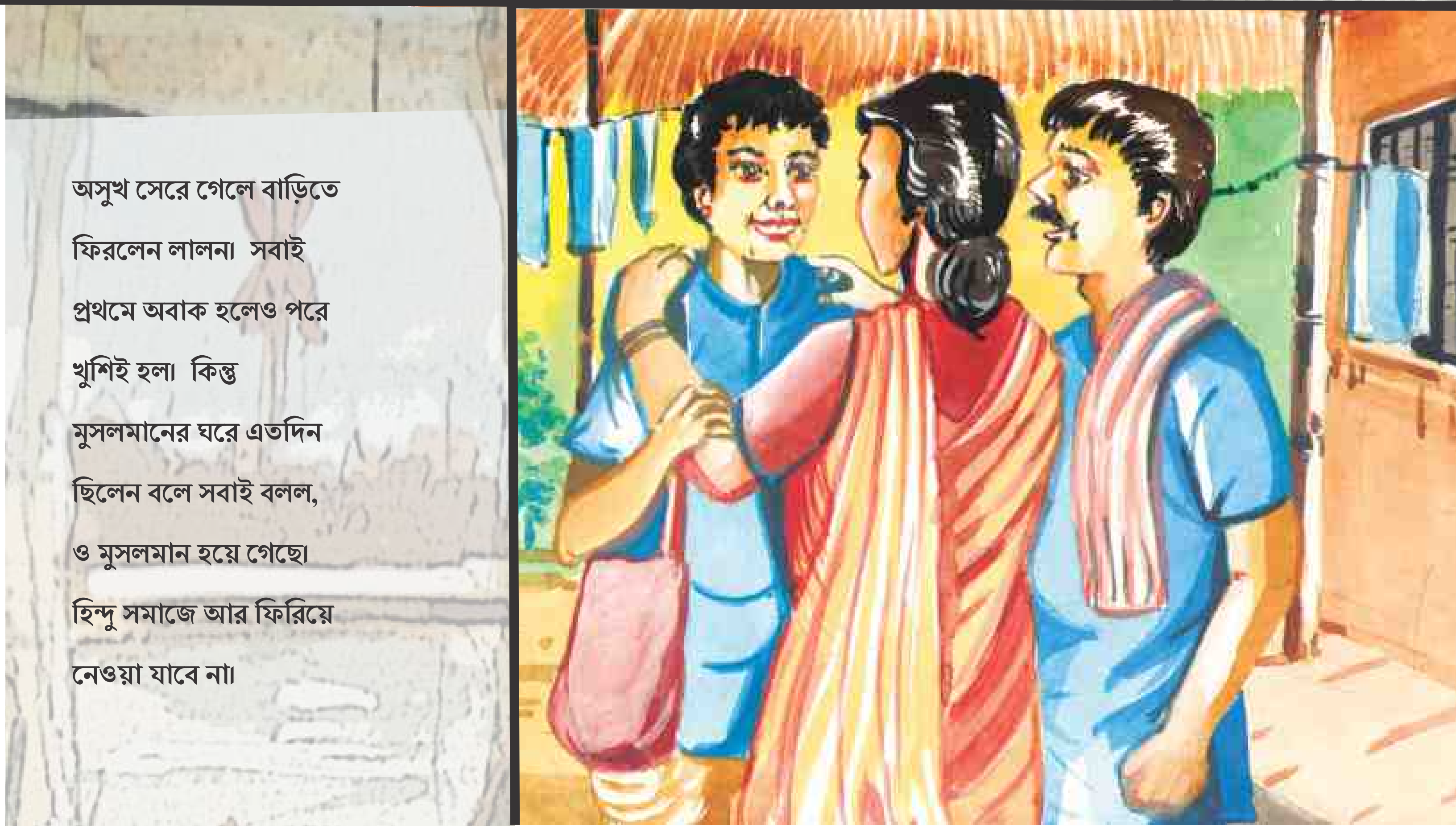
অসুখ সেরে গেলে বাড়িতে ফিরলেন লালন। সবাই প্রথমে অবাক হলেও পরে খুশিই হল। কিন্তু মুসলমানের ঘরে এতদিন ছিলেন বলে সবাই বলল, ও মুসলমান হয়ে গেছে। হিন্দু সমাজে আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।

লালন আবার ফিরে গেলেন সেই তাঁতিবাড়িতে। মুসলমান হয়ে গেলেন। ললিতনারায়ণ থেকে তাঁর নতুন নাম হল লালন। তবে তাঁর মনের কথা হল, আমি মানুষ, হিন্দুও নই মুসলমান ও নই। সব বাউল ফকিরদের মনের কথা এটাই।

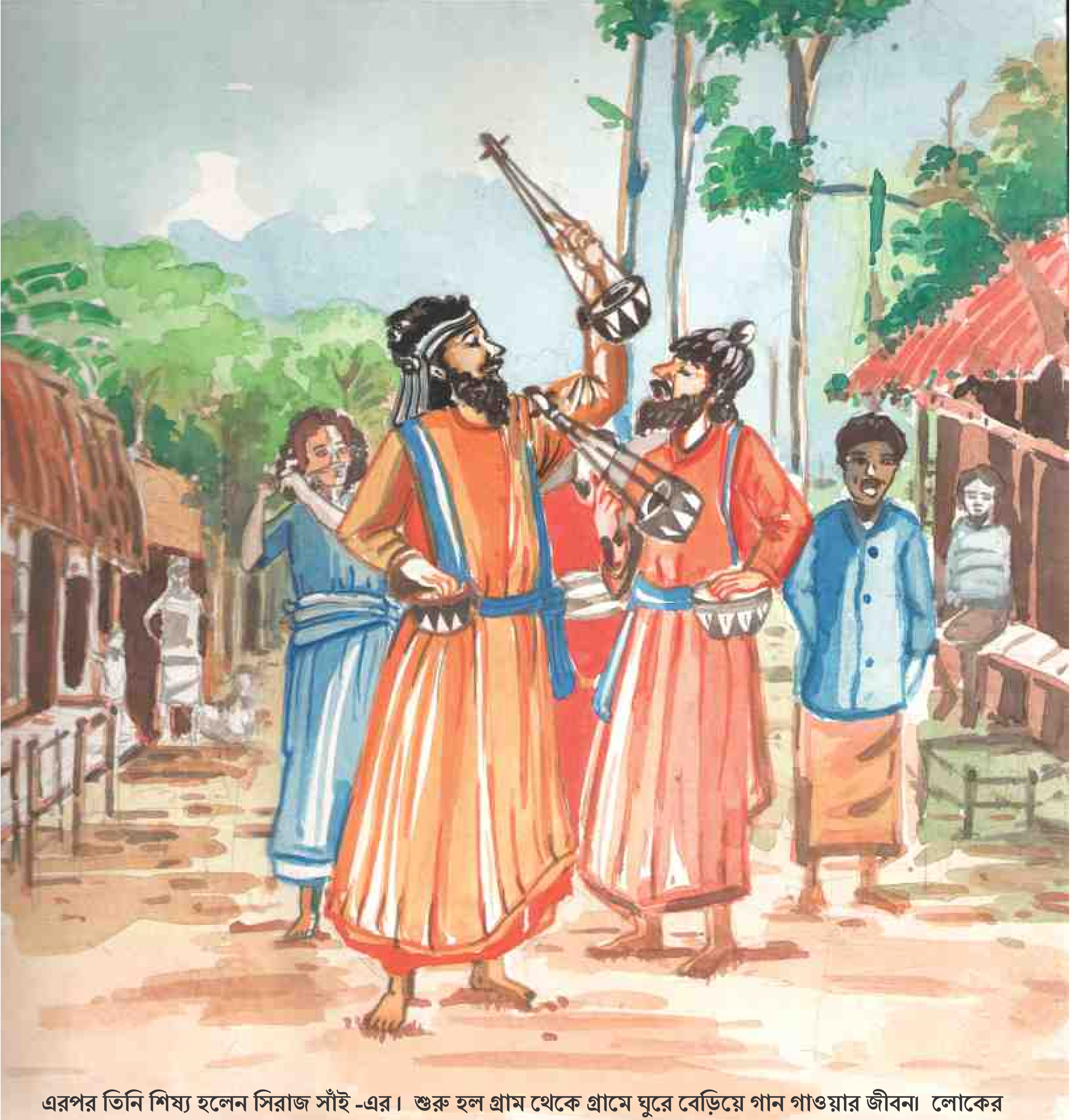

এরপর তিনি শিষ্য হলেন সিরাজ সাঁই -এর। শুরু হল গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে গান গাওয়ার জীবন। লোকের মুখে মুখে ফেরে তাঁর গান।

সেঁউড়িয়া গ্রামে মলম কারিগর সতেরো বিঘে জমি দিয়েছিলেন লালনকে। সেখানেই আখড়া বানিয়েছিলেন তিনি। থাকতেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মতি বিবি, শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে। সারাদিন চলত গান।

শীতকালে হত বিশেষ উৎসবের আয়োজন।

আচ্ছা দাদুন,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
সঙ্গে কি
লালন ফকিরের
দেখা হয়েছিল ?

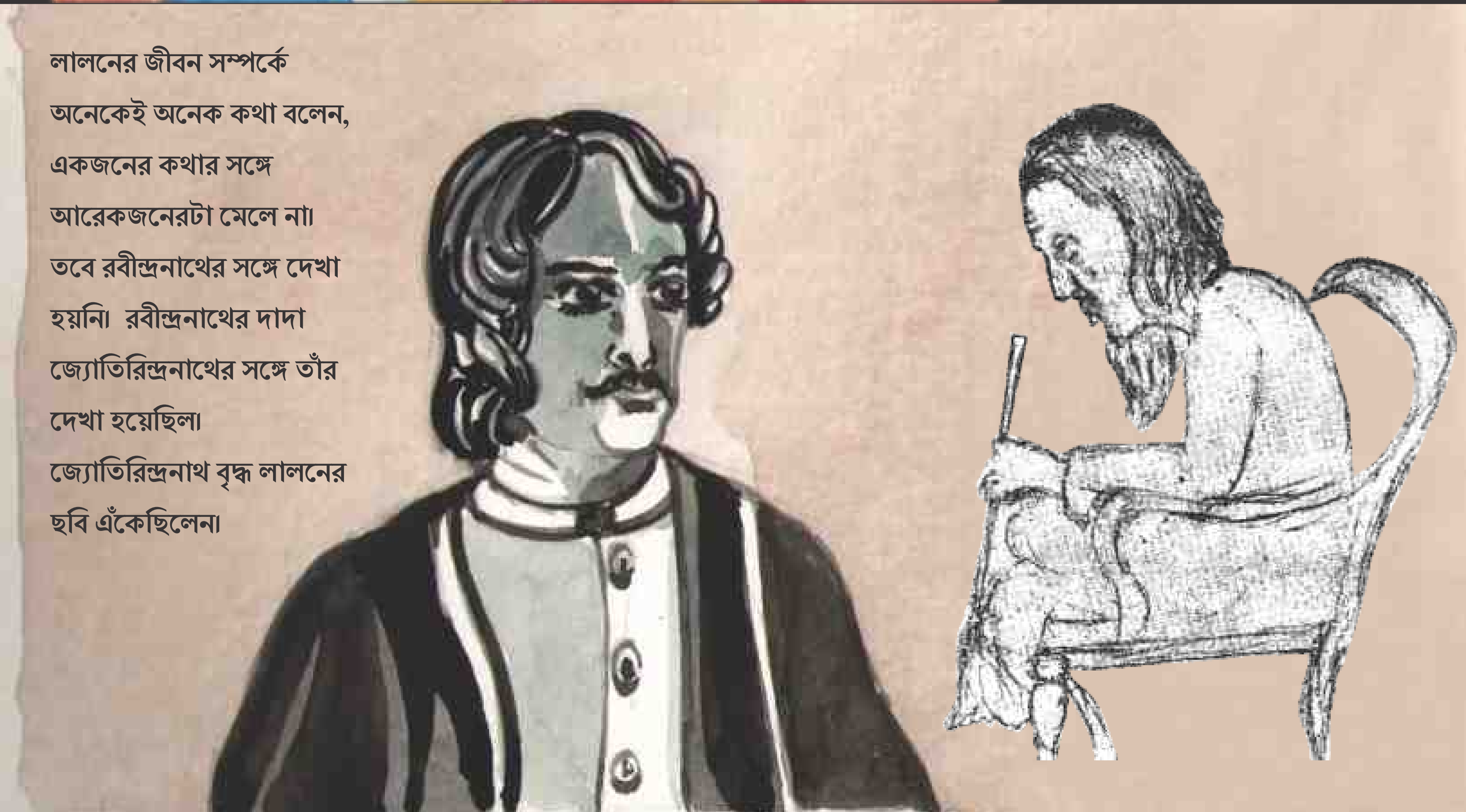
লালনের জীবন সম্পর্কে
অনেকেই অনেক কথা বলেন,
একজনের কথার সঙ্গে
আরেকজনেরটা মেলে না।
তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা
হয়নি। রবীন্দ্রনাথের দাদা
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর
দেখা হয়েছিল।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বৃদ্ধ লালনের
ছবি এঁকেছিলেন।

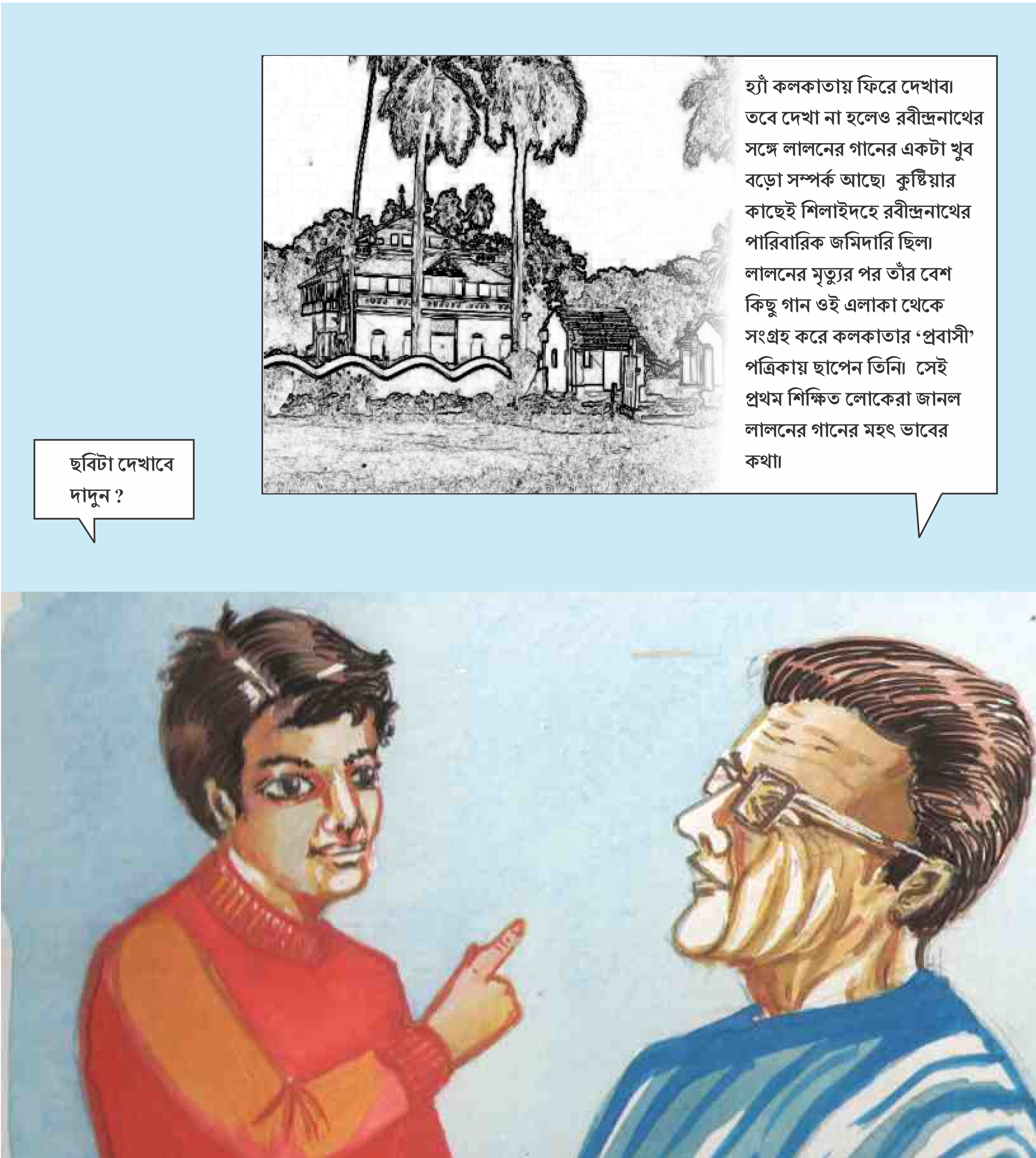
ছবিটা দেখাবে দাদুন ?
হ্যাঁ কলকাতায় ফিরে দেখাব। তবে দেখা না হলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের গানের একটা খুব বড়ো সম্পর্ক আছে। কুষ্টিয়ার কাছেই শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জমিদারি ছিল। লালনের মৃত্যুর পর তাঁর বেশ কিছু গান ওই এলাকা থেকে সংগ্রহ করে কলকাতার ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ছাপেন তিনি। সেই প্রথম শিক্ষিত লোকেরা জানল লালনের গানের মহৎ ভাবের কথা।

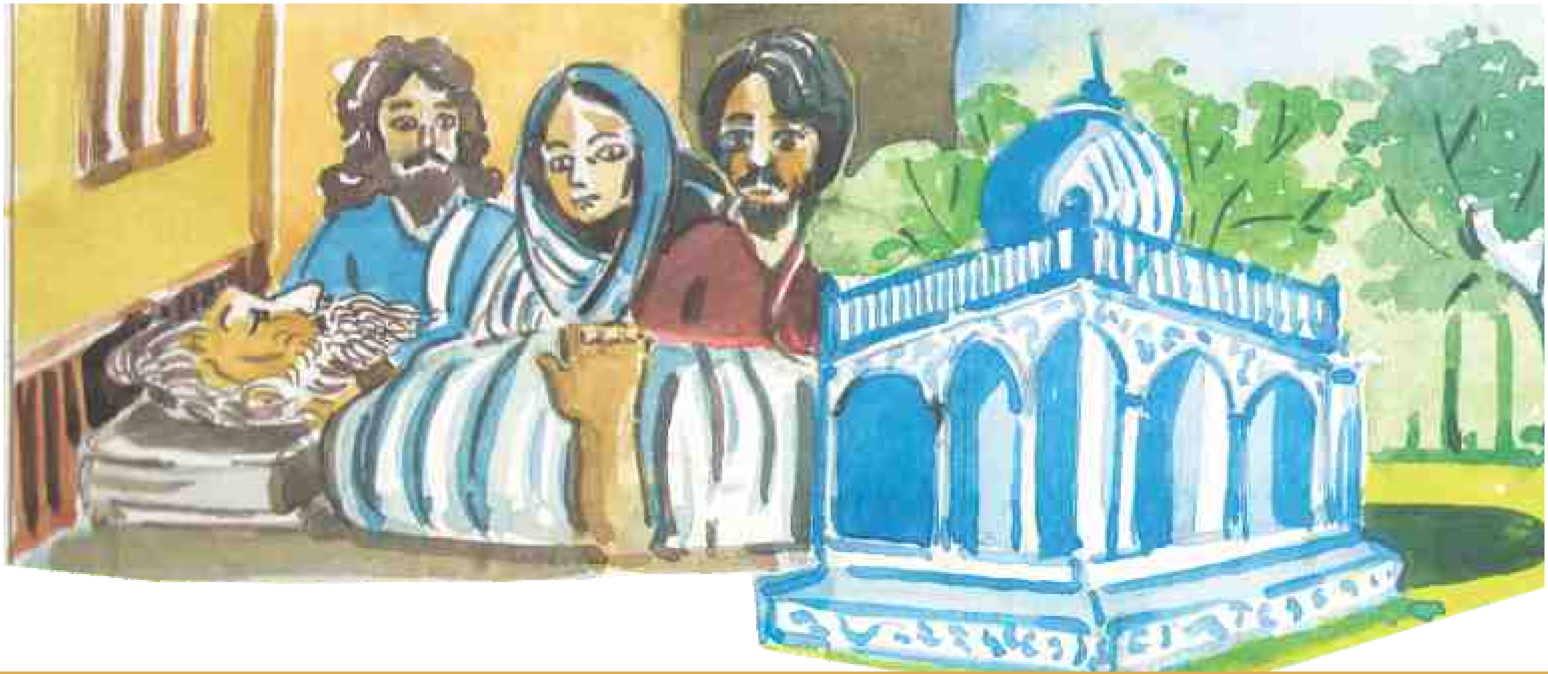

এখনও বেঁচে থাকলে ওঁর বয়স হত আড়াইশো বছর। তবে অনেক দিন বেঁচে ছিলেন তিনি। একশো ষোলো বছর বয়সে ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। সেঁউড়িয়ার আখড়ায় এখনও রয়েছে তাঁর সমাধি।

চলো, এখন আমরা উঠি।
এতক্ষণে গানবাজনা শুরু হয়ে
গেছে।

মেলা প্রাঙ্গণে ফিরে এসে চা জলখাবার খেয়ে একটা আখড়ায়
চলে যায় ওরা।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়...

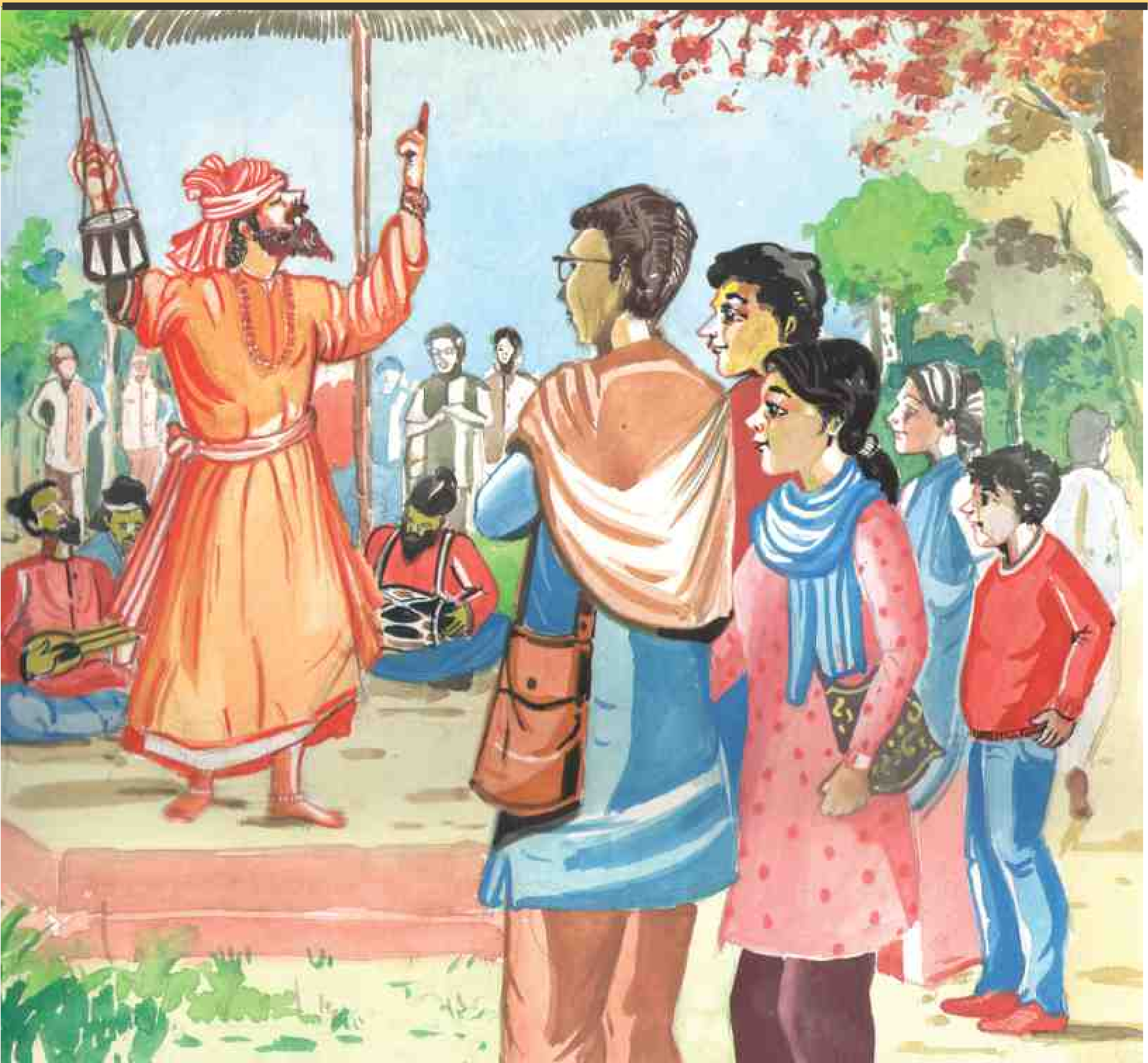

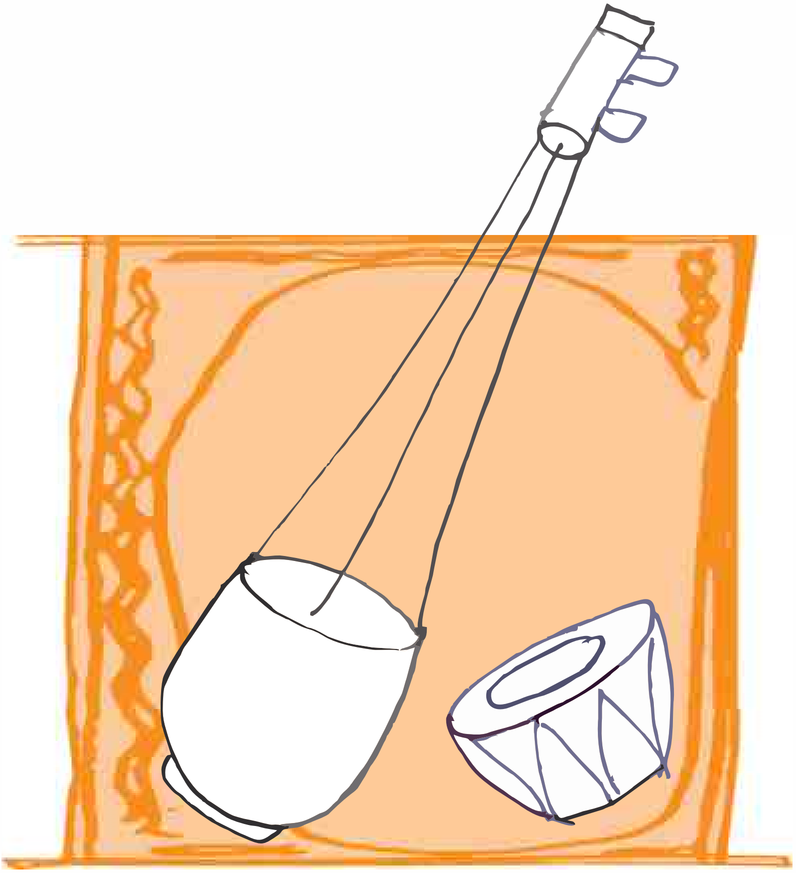

লালন নামে মানুষটি

সংস্কৃতি পরিচয় ৪

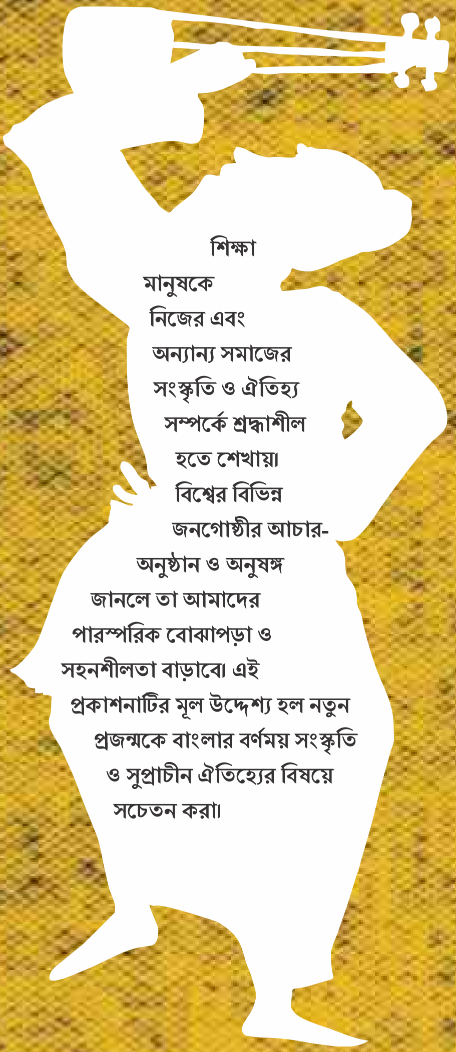

শিক্ষা
মানুষকে
নিজের এবং
অন্যান্য সমাজের
সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য
সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল
হতে শেখায়।
বিশ্বের বিভিন্ন
জনগোষ্ঠীর আচার-
অনুষ্ঠান ও অনুষঙ্গ
জানলে তা আমাদের
পারস্পরিক বোঝাপড়া ও
সহনশীলতা বাড়াবে। এই
প্রকাশনাটির মূল উদ্দেশ্য হল নতুন
প্রজন্মকে বাংলার বর্ণময় সংস্কৃতি
ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের বিষয়ে
সচেতন করা।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

banglanatak.com